দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2·2· JAN 2013 ... ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible] ...

মাদ্রাসার ভবন নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতি

নির্বাচিত এক হাজার বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে এই ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১১ সালের জুন থেকে। কাজ শেষ হবে ২০১৫ সালের জুনের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে জিওবি তহবিল থেকে এ প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩৯ কোটি টাকা। জানা গেছে, সংশোধিত বাজেটে ব্যয় আরও বাড়ানো হবে। সন্দেহ নেই, এটি একটি মহৎ ও ঐতিহাসিক প্রকল্প। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে এক হাজার বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে এবং একাডেমিক ফ্যাসিলিটি আরও বাড়বে। মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এমন একটি প্রকল্প যথাযথভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন হবে, এটা সঙ্গতকারণেই প্রত্যাশিত। অথচ পত্রিকান্তরে এ প্রকল্প বিষয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসাগুলোর একাডেমিক ভবনসমূহ মানসম্পন্নভাবে নির্মিত হচ্ছে কিনা ওই প্রতিবেদনে সে ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহের কথা জানানো হয়েছে। দু'টি মাদ্রাসার নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন পরিদর্শনে গিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির সন্ধান পেয়েছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) পরিদর্শক দল। আইএমইডি অনিয়ম-দুর্নীতির নানা চিত্র তুলে ধরে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা সচিব বরাবরে চিঠি দিয়েছে।

পরিদর্শনের জন্য নমুনা যাচাই হিসাবে আইএমআইডি'র পক্ষ থেকে গত সেপ্টেম্বরে একটি পরিদর্শক দল সিলেটের সদর উপজেলার সিরাজুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার চৌধুরীবাজার দাখিল মাদ্রাসার একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শন শেষ দলটি আইএমইডি সচিবের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে নানামুখী অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য রয়েছে। রিপোর্ট বলা হয়েছে, পরিদর্শক দল ইটের টেকনিক্যাল টেস্ট করে দেখতে পেয়েছে, প্রতিটি ইট অত্যন্ত নিম্নমানের। একটি ইটের সঙ্গে অপর একটি ইটের আঘাতে কোনো মেটালিক সাউন্ড পাওয়া যায়নি। ইটের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় দিয়ে দেখা গেছে সহজেই তাতে দাগ বসে যাচ্ছে। শুধু ইটই নয় সিঁড়িঘরের বিমের ঢালাইয়ের কাজও নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোনো মতে জোড়াতালি দিয়ে ঢালাই দেয়ায় বিমের মাঝে বড় বড় গর্ত লক্ষ্য করা গেছে। পরিদর্শক দল এতে নিশ্চিত হয়েছে, ঢালাই দেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নমানের ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড ব্যবহার করা হয়েছে। চৌধুরীবাজার দাখিল মাদ্রাসার অবকাঠামো নির্মাণে যথেষ্ট কিউরিং করা হয়নি বলে দেখা গেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের এপ্রোচ রোড খুবই জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। দু'টি মাদ্রাসার দু'টি ভবন নমুনা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে পরিদর্শন করে যে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ মিলেছে, তাতে অন্যান্য মাদ্রাসার নির্মাণাধীন ভবনগুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনিয়ম-দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে বা হচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অনুমান মোটেই এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

সরকারের যে কোনো উন্নয়ন ও নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতি অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং দায়িত্বশীল একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ লুটপাট হয়ে যায়। ব্যতিক্রম বাদে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কম দামের ও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয় একদিকে, অন্যদিকে নির্মিত ভবন বা রাস্তাঘাটের মান হয় নিম্ন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এগুলোর ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে। সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের আগেই তা অকেজো হয়ে পড়ে কিংবা ভেঙে যায়। এই অনিয়ম-দুর্নীতি ও অর্থ লোপাটের ধারা বন্ধ হওয়ার কোনো উপায় নেই। মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যাপারে এক ধরনের স্পর্শকাতরতা রয়েছে। কিন্তু ওই যে কথায় বলে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণে এভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি হবে, লুটপাটের মহোৎসব হবে, অনেকের কাছে তা অচিন্তনীয়। কাজ ভালো হলে যেমন প্রশংসা পাওয়া যায় তেমনি খারাপ হলে দুর্নামও হতে বাধ্য। সরকারের এই মহৎ উদ্যোগ-পদক্ষেপ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঠিকাদার চক্রের কারণে ব্যর্থ হয়ে যাবে, সরকার প্রশংসার চেয়ে দুর্নামের ভাগিদার হবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, জনগণের অর্থের এভাবে অপচয় হবে এবং নির্মিত ভবন কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়বে, তা হতে দেয়া যায় না। আমরা আশা করবো, গুরুত্বপূর্ণ এই নির্মাণ প্রকল্পটি যাতে উপযুক্ত মানসম্পন্ন হয় এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি ব্যাপকভিত্তিক তদন্তের ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করতে হবে এবং তদন্তে দোষী প্রমাণিত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।